সমুদ্রের নিলয়

আফসার আমেদ

গহর আলি আলেয়ার স্বামী। আলেয়ার বয়স এখনো কাঁচা। বছর আঠার হবে। গহর আলি তার বাপের বয়সী। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। আলেয়া স্বামীকে স্বামী বলেই জানে। গহর আলির কাছেই আলেয়া এই বয়স পেয়েছে। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। যেন গহর আলির স্পর্শেই এই স্ফূর্তি। আজ চারবছর গহর আলি তাকে নিকে করেছে। দুটি পুত্রসন্তান তার গর্ভে জন্মেছে। গহর আলির প্রথম পক্ষ লালমন। আলেয়া বড় বুবু বলে ডাকে। তার চোদ্দটা ছেলেমেয়ে। একা এত ছেলেমেয়ে আর এই সংসার চালাতে প্রাণপাত করতে হত বড়বুবুকে। আলেয়া এসে অনেক সুসার হয়েছে। এত ছেলেপুলেদের সামলানো, চাষবাসের নানা ঝক্কি ঝামেলা। তার পরেও স্বামীর অবসাদে বিষাদে অবসরে বিশ্রামে ফরমাস খাটা, সেবাই লাগা। আলেয়া এলে চারদিকটা বেশ সামলে নেয়া যায়। এটা জানে আলেয়া। প্রথম প্রথম লালমন তার ওপর প্রতিহিংসার মনোভাব দেখিয়েছে। তারপর কেমন মানিয়ে নেয় তাকে বড়বুবু। মানিয়ে যায় আলেয়া।

গহর আলির বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। শক্তসমর্থ চেহারা। সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপে আটদশ বিঘে জমির সাম্রাজ্য গহর আলির। তার মধ্যে পুকুর বাগান ঘর, বাকুল, আনাজ বাড়ি। অসুরের মত খাটতে পারে গহর আলি। সারাক্ষণ চাষবাস আগান বাগানে ঘন মিশে থাকে। ছোট ছোট ঘর দালান দিয়ে টানা বাড়ি বানিয়েছে। বাকুলে রান্নার চালা, মুরগির দরমা। তারপরেই আনাজবাড়ি। চারধারে তাল খেজুরে ছাওয়া। এই পৌষে খেজুর গাছে রসের মিষ্টি গন্ধ। চারা নারকেল গাছেই কাঁদি কাঁদি নারকেল ফলেছে। একটা পেয়ারা গাছ। একটা নোনাফলের গাছ। কলাবাগান। বাবলার সারি জমির আলে, পুকুরের চারধারে। বাকুলের মাঝখানে ঢেঁকিঘর। ঢেঁকিতে পাড় দেবার সময় পেয়ারা গাছের একটা ডাল ধরা যায়। নোনাগাছে, পেয়ারাগাছে কতকগুলি পাখি আসে সকাল সন্ধে দুপুরে। নানা তাদের রঙ, নানা গড়ন। নানা তাদের কথাবার্তা। এই সবের ভেতর আলেয়াকে গহর আলি অধিকৃত করেছে। সামনেই সমুদ্র। বাতাস অবিরত তার শব্দ বয়ে আনে। নোনা বাতাসে সিঁদরি পোকা উড়ে বেড়ায়। পাকা পেয়ারায় পাখি ঠুকরে খায়। ঢেঁকিতে চালের গন্ধ। গাছে গাছে খেজুর রস। এই সবের ভেতর থেকে ধরা পড়ে যায় আলেয়া গহরের হাতে। ধরাও দিয়েছে দ্বিধাহীন। গ্রীষ্মের কুমড়ো বাড়িতে, সন্ধ্যায় আধো আঁধারে যখন সমুদ্র গর্জন করে। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ দ্বীপ জুড়ে থাকে। একটা নৌকের মতো দ্বীপটা যখন দুলতে থাকে, তখন জোয়ার আসে। সাবাড়ের ঘাটের নৌকো নোঙর

তোলে। ঢেউ আছড়ায় প্রলয়ের মত। বাপ-মা মরে যাওয়া আলেয়া, চাচির সংসারে থাকত। ছোটবেলা থেকেই এর-বাড়ি ওর-বাড়িতে ঢেঁকিতে আগানে-বাগানে খেটে নিজের পেট চালাত। গহর আলির কুমড়োবাড়িতে এসে আটকে যায়। গহর আলি কত সহজ স্বচ্ছন্দে তাকে অধিকৃত করে। আর এই এখানে গহরের আলেয়াকে প্রয়োজনও ছিল। আলেয়া জড়িয়ে যায় গহরের সংসারে। দুই সন্তানের জননী হয়েছে। গহরের সংসার ঘন জমাট। এমনভাবে সংসার পেতে রেখেছে গহর আলি, যে সেখানে আটকে না পড়ে উপায় ছিল না।

সন্ধের সময় কুমড়োবাড়ি থেকে সাঙাতের বাড়ি নিয়ে গিয়ে গহর তাকে নিকে করে, মোল্লা ডেকে। সেই রাত্তিরেই তাকে ঘরে নিয়ে আসে। বড়বুবু লালমনের সে কি জুলুম! একটা ঝাঁটা দিয়ে মারতে মারতে বার করে দিল। চাচির বাড়ি চিল্লিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেছে। পরদিন সেখান থেকে গহর আলি তার হাত ধরে নিয়ে আসে গহর আলির সংসারে।

সে সংসারেই এই চারবছর থেকে গেল। গহর আলি তাকে আশ্রয় দিল। বাদার দেশ। শীত বর্ষা, ঝড় ঝাপটায় এই দ্বীপটা মাঝে মাঝে দুলে ওঠে। নানা পোকামাকড়। সমুদ্রের চরে নানা ঝিনুক, সামুদ্রিক জীব। সমুদ্রের অবিরত গোঙানি বুকে এসে লাগে। আলেয়া এই গর্জনের ভেতরে শান্ত হয়ে থাকতে চেয়েছে। শান্ত হতে চেয়েছে গহরের বাহুতে, বুকে। জীবনের স্বাদ তার ওপর চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। তার মধ্যেই তার থাকার অভ্যাস গড়ে উঠছে। গহর আলিকে বাদ দিয়ে গহরের এই সাম্রাজ্য অবান্তর। তার আকাঙ্ক্ষায় সে নিরুচ্চার। সংসারের প্রয়োজন তার প্রয়োজন গহরের কাছে। কাদার তালের মত নীরব থাকে, সংসারের হাত তাকে প্রতিমা গড়ে, তাতেই শান্ত, তৃপ্ত থাকতে চেয়েছে। তাছাড়া, দ্বীপের সমুদ্র, চাষবাস, বর্ষাবাদল, পোকামাকড়, নোনা হাওয়া, নির্জনতা তাকে গহরের কেন্দ্রে সমর্পিত করতে চায়। এসবই গহরকে কেন্দ্র করে পরিধি।

তাই গহরের সংসারে আলেয়ার কোন আপত্তি থাকে না। কারণ সে জানে তার নীরব স্বভাবের জন্যে গহর তাকে মনে রাখতে পারে। সমুদ্র নিশুতে গোঙায় যখন, শন শন এক হাওয়ার প্রবাহ থাকে চারধারে। হ্যারিকেনের কলে হাত ছুঁইয়ে নরম করে ফেললে আলোটা হামাগুঁড়ি দিয়ে ঢোকে আর ঘরের মধ্যে এক শান্ত শীতলতা ধীরে ধীরে বাড়ায়। বিছানায় বসে পা মেলে আরো নির্জন হয়ে ওঠে তখন আলেয়া। নাকের নাকছাবির টুকরো পাথর ঝিকমিক করে ওঠে। গহর এসে তার পিঠে হাত দেয়। সেই ছোঁয়ায় শরীরের কোনো প্রতিক্রিয়া জানতে দেয় না। ধীরে ধীরে সে সমর্পিত হয় গহরের মধ্যে।

এই ব্যবস্থা, পরিস্থিতির ভেতরই গাজি আসে। গাজি আলেয়াকে মনে করে আসে না নিশ্চয়। এখানে এসে আলেয়াকে বুঝি তার মনে পড়ে যায়। না হলে প্রথম এক-দুদিন এদিক ওদিক আনখান ঘুরে তার চারপাশে থাকে কেন? কোনো ঘ্রাণ বুঝি তাকে টানে।

তার খালাতো ভাই গাজি। মেটেবুরুজের বড়তলায় এক মুদিখানায় কাজ করে। আলেয়ার সঙ্গে ভাবসাব ছিল। এই দ্বীপেই আলেয়ার খালার বাড়ি। উত্তরছাড়ে বাগডাঙায়। এদিকে বালিয়াড়ার পথটুকু পায়ে পায়ে চলে আসতে কতক্ষণ আর লাগে। গাজি বলেছিল, তাকে সে বিয়ে করবে। গাজি তাকে আর বিয়ে করতে পারে নি। মেটেবুরুজ থেকে চার-ছ মাস পরে এসে মনে পড়ত গাজির, সে নাকি আলেয়াকে ভালোবাসে। তারপর ফিরে গিয়ে আরো চারমাস ছ মাস ভুলে থাকত। এই ফাঁকে গহরের সঙ্গে অলেয়ার বিয়ে হয়ে যায়। এবং আলেয়া মনে করে এটাই ঠিক হয়েছে। গাজির ওপর তার প্রকৃত প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।

গাজি এসে তার চারপাশে এমন ঘোরাফেরা করে। গহরের কাছে সমর্পিত হয় হয়ত সেই মুহূর্তে। একটা কালো পোকার ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে পায় সে-সময়। অদ্ভুত তার শব্দ। চারপাশের শব্দ তাকে উদ্বিগ্ন করে রাখে। গহর তাকে আশ্রয় দিয়েছে। ভাল যে তার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা খুব কম হয়। সংসারে খাওয়া পরা যা যার প্রয়োজন বড়বুবু দেয়। দিনমানে প্রায় কথাবার্তাই হয় না আলেয়ার সঙ্গে গহরের। ব্যাপারী, সমুদ্রের জেলে মনিষ্যি এলে তাকে কেউ কেউ গহরের মেয়ে শুধায়। আসলে "মেয়া"—বউ। এ কথাটা বুঝে কেউ কেউ তাকে ঘুরেফিরে দেখে। আকাশে বিদ্যুৎ যেমন চমকায় তেমন চমকে চমকে ওঠে আলেয়া।

সারাদিনই তার কারো কারো সঙ্গে না-কথা বলে কাটে। পৌষের নরম বাতাসমাখা রোদ ফুর ফুর করে ওঠে তার মধ্যে। গাজি কলকাতা থেকে এসেছে। এ-ঘর সে-ঘর এ-পাড়া ও-পাড়া ঘোরাফেরা করছে। গোয়ালের ভেতর যখন ছিল তখন বাগানের ওপর দিয়ে রেডিও বাজাতে বাজাতে গাজি চলে যায় বালিয়াড়ার দিকে। গাজি কি তাকে দেখতে চেয়েছিল? তখন আলেয়া বেরয় নি গোয়ালের ভেতর থেকে।

এখন ঘরের মধ্যে আছে আলেয়া। চমকিত। এই আগান বাগান পুকুর ডোবা খেতের চৌহদ্দির ভেতরে তাকে আশ্রয় দিয়েছে গহর আলি। সে চমকানি তাকে ঘিরে থাকে। একটা অদ্ভুত মেঠো গন্ধ পায় সে বারবার। একা থাকার ভেতর। সারাক্ষণ ত সে একা থাকে। হয়ত ধান ভাপায়, সেদ্ধ করে, শুকায়, ধানে 'পা দেয়, নয়ত খেজুর রস জ্বাল দেয়, ভাত রাঁধে, ধান ভানে ঢেঁকিতে। কিংবা দা দিয়ে পালাপুলি কাটে। গোল কাড়ে, ঘুটে দেয়। এক চমকিত বোধ নিয়ে থাকা। অবিরত এক গুন গুন চলে ভেতরে ভেতরে। দু-চার কথা হয় মাসুরার সঙ্গে। বড়মেয়ে। গহরের বড়মেয়ে। তারও সম্পর্কে বড়মেয়ে। লালমন বড়বুবু চড়কির মত সংসারে থাকে। অতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে হিমশিম। মাসুরাও তার ভাই বোনদের সামলায়। মাসুরার শাড়ি পরার বয়স হয়ে গেছে। মাসুরা তাকে ছোটমা বলে সম্বোধন করে। মাসুরার সঙ্গে আলেয়ার মা মা ভাবটা আরো জোরে চেপে বসে।

চোখের পাতা তোলা ফেলায় এক প্রবীণ গড়ন সে পায়। কিন্তু মাসুরা 'ছোটমা' বলে ডাকলে ভেতরে কেঁপে ওঠে আলেয়া। বারেক সাজু তাকে মা বলে ডাকে না। কোনোরকম সম্বোধন তার নেই। বড়বুবুর বড় ছেলে। তারও সম্পর্কে ছেলে। বয়সে তার থেকেও বড় সাজু। তার বউ নাদিরার সঙ্গে কথা হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু সাজু এটা ওটা চাইতে এলে কোনো সম্বোধন না করেই চেয়ে নেয়। সাজুর সামনে বয়স বেড়ে ওঠে আলেয়ার। নিপাট এক জননী ভাব। এক গম্ভীর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে সাজুর মনে। হাতে পায়ে স্নায়ু পেশীতে এক দৃঢ়তা এসে জমা হয় আলেয়ার। সাজু তার সামনে কত ছোট হয়ে যায়।

বাগানের ছাড়ে ধান উঠে যাওয়া মাঠে লঙ্কা বুনছে গহর আলি। এই অবয়বটা চোখে পড়লে কেমন ধ্বক করে ওঠে আলেয়ার ভেতরে। একজন প্রবীণ পুরুষ। বাপ যদি বেঁচে থাকত, তার থেকেও বয়সে বড় হবে গহর। এই প্রবীণতা তাকে অধিকৃত করেছে। তার বিরাটত্বের কাছে সে এতই ক্ষুদ্র যে সারাক্ষণই অধিকৃত থেকে যায় আলেয়া। সমর্পণে ভেঙে থাকে। গাজি বালিয়াড়ার হাটে যাচ্ছিল যখন রেডিও বাজাতে বাজাতে, গাজিকে দেখার বড় ইচ্ছে হয়েছিল আলেয়ার। কতদিন পরে দেশে এল। কিন্তু বেরতে পারেনি গোয়াল থেকে। গহরের বিরাটত্ব, আপন খেত জমি সব কিছুর ভেতর সে স্বেচ্ছাসমর্পিতা।

বাস থেকে শাসমল বাঁধে নেমে, ভটভটি করে দ্বীপে এসেছিল গাজি। দ্বীপের সবটা জুড়েই তার ঘোরাফেরা এখন। কখন যে কোথায় যায়! সামনে এসেই পড়ে কখনো কখনো। কথা হয় না। চোখের দেখা। গাজি কদিন এসে শুধু রেডিও নিয়ে ঘোরে। নতুন মশলা ভরেছে রেডিওতে। গম গম ঝম ঝম করে রেডিও বাজে। সুন্দর সুন্দর গান বাজে।

সাজুকে ভিন্ন করে দিয়েছে বড়বুবু। গহর আলি নয়। সাজুর বউয়ের সঙ্গে লালমন বুবুর পড়ছিল না। সারাক্ষণ খিটিমিটি চুলোচুলি লেগেই থাকত। মাসকয়েক হল আলাদা করে দিয়েছে। সাজুর বউ নাদিরা পাঁচ বছর বিবাহিত জীবনে সংসারে অনেক কষ্ট পেয়েছে। বড়বুবু তাকে খাবার কষ্ট দিয়েছে। গালমন্দ, মারধোর করেছে। মুখে মুখে চোপা করার স্বভাব নাদিরার। কিন্তু কি ভাল মেয়েটি। অথচ খাওয়ার কষ্ট আলেয়াকে দেয়নি বড়বুবু। আলেয়াকে মেনে নেয়াটা তার পক্ষে অনিবার্য ছিল।

সাজু ঘর বানিয়েছে পুকুরধারে, আনাজবাড়ির পাশে। আলেয়া দেখল নাদিরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁটা দিয়ে মুরগি তাড়ায় খেদিয়ে। 'শুয়োর বরা, মর মর।' তারপর গদ গদ করছে। এ বাড়ির মুরগি তার উঠোনতলার ধানে পড়েছিল। কট কট করে শাশুড়িকে গালাগাল দেয়। কিনতু মাসুরা লুকিয়ে লুকিয়ে তার ভাবির কাছে যায়। ঘরে এটা ওটা লুকিয়ে দিয়ে আসে। নাদিরা আবার তার শোধ দেয়। চালভাজা দিলে একফালি নারকেল দেয়। একবাটি গুড় দিলে একটু শাকের তরকারি খাইয়ে দিয়ে যায়। নাদিরার ভয়ানক

আবেগ। বড় মায়া তার। একটুতেই তার চোখে জল আসে। অথচ বড়বুবুর সঙ্গে যখন ঝগড়া করে মনেই হয় না নাদিরা এত ভাল। বড়বুবু তাকে খেতে দিত না, মারধোর করত, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে সে গল্প বলতে বলতে গলা ধরে উঠত তার। কেঁদে উঠত। সারা শরীর জুড়ে কান্না উথলে উঠত। সে কান্নার ছোঁয়ায় তাপে দুলে উঠত আলেয়ার শরীর। এইভাবে গলা জড়িয়ে নিরিবিলিতে দুজন কতক্ষণই না কাঁদতে পারে। একা একা তেমনভাবে তার কখনোই কান্না আসত না। কেঁদে কেঁদে হালকা হয়ে উঠত।

আলেয়া গোবরের তালে জল ঢেলে ছানতে থাকে। ছেলে দুটো আরো চার পাঁচটি শিশুর ভিড়ে উঠোনে আছে।

সাজু পুকুর থেকে হাত পা ধুয়ে এল। দড়ির ওপর থেকে গামছা নেয়। হাত মুখ পা মোছে। চ্যাটাই মেলা বাকুলে কাঁথা বালিশ বুকে করে করে এনে শুকোতে দেয় নাদিরা। তারপর সোজা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। এক জামবাটি, পান্তা নিয়ে এসে সাজুর সামনে বসিয়ে দেয়। সাজু বাঁ পা-টা ভাঁজ খাইয়ে হাঁটুটা ওপর দিকে তুলে, ডান দিকের পা ভেঙে বসে। সাজু পান্তা খায়।

একটা শালিক পাখি গহর আলির ঘরের বাকুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দানা খুঁটে খাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। কী সুন্দর তার রঙ, গড়ন। নরম পা। রঙিন চোখ। একটি নরম ভাললাগা বোধের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারছিল আলেয়া। একটা স্বপ্নের মত কিছু। যে কিছু স্বপ্ন বা রূপকথার মত রঙ মিশে যায় তার মধ্যে। নড়াচড়া করে। উথালপাথাল করে। গড়িয়ে যায়। বাতাস রোদ আর চারদিকের স্ফুট প্রান্তর গাছপালা এসব যেন সে নিজেই গড়ে তুলছে। নিজেই জাগিয়ে তুলছে। এসব যেন সে নির্মাণ করে নিজের মধ্যে। সমুদ্রের বাতাসে গোঙানি, সে যদি বলে আছে, তাহলে আছে। না হলে নেই। সে যদি বলে ছোট পাখিটার চলাফেরা আছে, তাহলে আছে। এরকমভাবে গড়ে তোলে। আঁচড় কাটে তার মধ্যে। এ সময় সাদা কাগজের মত মনটা হয়ে যায়। একটু একটু করে আঁচড় পড়ে। নানা রঙে তাকে ধরতে থাকে। নানা দোলায় সে দুলে ওঠে।

চমকিত বোধ। বাকুল বাগানে এক শান্ত নীরবতা। সে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে নি। গহরকে বিয়ে করে তার সংসারে থাকাটাই সীমা মনে করেছে। এর মধ্যে যা কিছু আছে রঙ স্বপ্ন রূপকথা তা ভাবনার ভাল লাগার মধ্যেই সীমায়িত রাখতেই সে ভালবাসে। গাজিকে সে আর চায় না। চেয়েছিল। কিন্তু গহরের সংসারে তার আর কি কষ্ট। গহরের নেতৃত্বে থাকাটাই ঠিক মনে করেছে। গাজিকে এড়াতে চায়। গহর তাকে বিয়ে করে তার মধ্যে যে প্রবীণতা জুড়ে দিয়েছে, সেই অবস্থার মধ্যে আলেয়া সমর্পিত থাকতে চেয়েছে। আর যা অবশেষ আছে তা কল্পনা স্বপ্ন রূপকথা। নানা-রঙের ছড়াছড়ি।

এখানে বাধা দেবার কারো হাত নেই। এমনভাবে আলেয়া নড়াচড়া করে।

তালগাছগুলোর পাতাগুলি নেই। পাতা কেটে নেয়া হয়েছে। তাদের কোমর বেয়ে সমুদ্রের নিলয়। এক অনন্ত সেখানে এঁটে আছে গোয়ালের পেছনে, পুকুরের ধারে। খিড়কির ঘাটে। বিশাল এক শূন্যতা। নীচে মাটিতে সেই প্রান্ত দিয়ে পুবে চলে এসেছে গহর আলির এই ঘর ভিটে আগান বাগান। সেখানের আশ্রয়টাকে আঁকড়ানো তাই তার সত্যি মনে হয়। গহর আলির মধ্যে ধরা পড়বার যথেষ্ট পারিপার্শ্বিকতা তাকে গড়ে দেয়।

কিন্তু রঙ স্বপ্ন কল্পনা রূপকথা অন্য জিনিস। তার মনে হয় তার জীবনের সঙ্গে মেলাবার এ বস্তু নয়। এটা একটা মুহূর্ত, ভাব— জীবনের অন্য আস্বাদ।

'চাষবাড়ি'তে মানুষ এসে গেছে। ধান কাটা, তোলা ঝাড়া, নৌকো ভরে নিয়ে যাওয়া চলছে। ছাযবাড়িতে মরদ মেয়া, ছেলা পুলা। কাঁথি নামখানা কাকদ্বীপ ডায়মন্ডহারবারের লোক। জঙ্গল হাঁসিল করা লোক। সমুদ্রের গা বেয়ে জেলেদের বাস। বাতাসে ভুরিমাছের গন্ধ। বোল্ডার, পাথর, বেলাভূমি— নৌকো ভটভটি পা-ছুঁয়ে ধু ধু সমুদ্র গাং চিল।

মাসুরা সাজুদের চালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার বড় ভাইয়ের ঘরের সামনে। ভাবি নাদিরা তার সমানে মিটিমিটি হাসছে। 'শাউড়ি কুথা গেলা!'

'কুথা গেলা দেহো। পানি আনতে যাবি ভাবি?'

'ঢের কাম বাকি। অখন নয়।'— সাজুর দিকে তাকায় নাদিরা। 'তমার পা মেলে বইস্যা কাটলে হইবা? পান্তা বেলায় পান্তা খাইলে। বাকুলের শুকনা গোড়েখান চ্যালা কইরা দেও। — তা বাদে ধান ঝাড়তে যাবা।'

সাজু উঠে দাঁড়ায়, 'কুড়ালে ডাঁপ পরাইতে লাগবা।' বলে দুহাত শূন্যে তুলে আড়ামোড়া ভাঙে। এতে কোমরে লুঙির ওপর জড়ানো গামছাটা খসে মাটিতে পড়ে যায়। সেটা উবু হয়ে তোলে, ঝাড়ে।

'কুড়ালে ডাঁপ লাগানো আছে।'

'কে লাগাল।'

'মুই।'

'হারে, মেয়া মরদ অইল দেহি।'

নাদিরা হাসে। মাসুরার দিকে তাকিয়ে হাসে।

সাজু কুড়াল আনতে ঘরে যায়। কুড়াল টেনে এনে লুঙির ওপর আবার গামছা জড়ায়। কাঁছা মারে। 'খামারে ধান ঝাড়তে ঢের বাকি, জনগুলা আগে ভাগে চলে যাবা। মোরে ফুরোন দিইছে রোদ গড়াইবা।'

নাদিরা হাসে— 'রোদ গড়াইলে গড়াইবা।'

'গাজি যে রেডিয়া আনবা সাঁঝ বেলাকে?'

'তাই ত।' ভাবে নাদিরা। 'ত্বরা কইয়া ফাড়ো, হাত চালাইয়া ধান ঝাড়বা।'

সাজু দ্রুত নেমে আসে বাকুলে। বাবলাগাছের গুঁড়িতে কুড়ালের কোপ বসায়।

নাদিরা ও মাসুরা ওরা ভাবি-ননদে কত কথার বলে, এ-ওর দিকে গলা বাড়িয়ে।

তালগাছের গায়ে গায়ে ঘুটে দেয় আলেয়া। বাকুলে ঢেঁকিটা মুখ গুঁজে পড়ে আছে। পেয়ারাগাছের ডালটা তার দিকে ঝুঁকে আছে। খেজুর-গাছগুলিতে রসের গন্ধ। মাতাল করা রসের গন্ধ। মুরগিগুলোর চলাফেরা। চুন-মাখানো রসের কলসিগুলোকে রোদ খেতে দেয়া হয়েছে খেজুর ছাড়ে। তার ভেতর কালো মাছি ভরে আছে। ভন ভন একটা শব্দ হচ্ছে। বড়বুবু এদিকে বাকুলে নেই। বড়বুবুর মেজ সেজ নসেজ ছেলে পিঠোপিঠি আর দুজন, ওরা সব চাষের কাজে আছে। অন্যের চাষে খাটে। গহরও খাটে। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোই উঠোন বাকুল ঘর জুড়ে থাকে। ওদের মাঝেই তার দুই খোকা আছে। আসলে গহরেরই ত সেই দুই খোকা। মেশামেশি হয়ে থাকে।

ধান ঝাড়ার পটাপট্ শব্দ এদিক ওদিক ছড়ানো-ছেটানো। মাঠে ধানের বোঝা মাথায় করে নিয়ে যাওয়া জনেরা ছড়িয়ে থাকে। পুবদিকে বাঘডেঙা থেকে ইটের রাস্তা বেরিয়ে এসেছে বালিয়াড়া পর্যন্ত। স্কুল, মক্তব, বালিয়াড়ার হাট, দোকানদানি। পশ্চিমে থই থই সমুদ্র। দ্বিপটা জুড়ে সমুদ্র আছে। জল আর জল। অকুল পাথার। এখানের বাতাসে লবণ উড়ে বেড়াচ্ছে।

'পেছন থিক্যা চিনা যায় না তুমারে

পেছন ফেরে আলেয়া। গহর আলি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে হাসছে গহর আলি।

'বেলা যায়, এখনো গোসল হয় নাই, খাওয়া হয় নাই?

আলেয়া জানে, বড়বুবুর অনুপস্থিতিতে এই লোকটা তার সঙ্গে আলাপ করার সাহস পায়। রাতে গহরের এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার হক আছে। বড়বুবু তাতে বাদ সাধে না। কিন্তু দিনমানে মাগ-ভাতারের আলাপচারিতায় আপত্তি আছে। বড়বুবু পাড়ায় কোথাও গেছে বলে, গহর লঙ্কাবাড়ি থেকে উঠে এসেছে। উঠে এসেছে আলেয়ার পেছনে। তালগাছে ঘুটে দিতে দিতে মুখ ফিরিয়ে ধরেছিল আলেয়া। আঁচলটা গলা থেকে খসে পড়ল। হাতে গোবরের তাল ধরে আছে। ঠোঁটে মুখে কাঁপুনি। চোখের পাতা ওঠে নামে। পাশ ফিরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে আলেয়া। গহরের সামনে। গহরের মুখে হাসি খেলে বেড়াচ্ছে।

গহর তার সামনে এমনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। 'জিরেন দেও, গা থোও থোও। বাকুল পানে এসো দিনি।'

গহর বাকুলের দিকে চলে যায়।

আলেয়া গোবরের তাল রেখে ধীর পায়ে পুকুরে দিকে এগোচ্ছে। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে তার। শরীরে এক কাঁপুনি। ঠোঁট দুটো এখনও কাঁপছে তার। শরীরে গুরু গুরু ভাব।

ঘাট থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে দেখল গহর দাওয়ার বাড়ে বসে পা ঝুলিয়ে আছে। মুখ গুঁজে ছিল, ছায়া দেখে সামনে তাকায় গহর। 'পানি দ্যাও।'

কলসি থেকে ঘটি ভরে জল আনতে গিয়ে আলেয়া বুঝতে পারে গহর আলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। জল ঢালতে গিয়ে হাতের ঘটি কেঁপে যায় কেন?

দুহাতে জলের ঘটি ধরে গহরের কাছে আসে। একটা শিশু হামা দিয়ে তার দিকে আসছে। বাড়িয়ে দেয় জলটা। শিশুটা এসে তার পা জড়িয়ে ধরেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। এই শিশুটি তার নয়, বড়বুবুর। তাকে কোলে তুলে নিচ্ছে না। গহরের সামনে দিনমানে এমনই কাঁপুনি, জড়তা আসে তার। স্বামীর সঙ্গে খুনসুটি করবে? কীভাবে পারবে? লোকটার বয়স তার বাবার বয়সের থেকেও বেশি। আর বড়বুবু দিনমানে গহর আলির সঙ্গে একসাথে পছন্দ করবে না। অদ্ভুত জড়তায় একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে আলেয়া। পা ধরে আছে শিশুটি। তাকেও কোলে তুলতে পারছে না। আহা!

'গা কিটাচ্ছে—দ্যাও তো এট্টু কিটায়ে।'

পা টানতে শিশু উলটে পড়ে যায়। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসে।

পিঠের সিঁদরিপোকার ঘায়ে নখ দিয়ে ওসকায়। গহর আলির মাথা, পাকা চুলে ভরে গেছে। বাবার মতই মনে হয় তাকে। স্ত্রীত্বের লজ্জায় এক কাঁপুনি। জড়তা। নখ দিয়ে এমন সিঁদরিপোকার ঘা মারে গহর আলির সারা গায়ে। শিশুটি হামা দিয়ে তার পায়ের দুই ফাঁকে খেলছে। ছোট ছোট নরম হাতগুলি পায়ের ওপর আঁচড় কাটছে। আলেয়া আধভাঙা দাঁড়িয়ে ঘা মারছে। অদ্ভুত তার নুয়ে পড়া। এতে বুকটা ভারি হয়ে ওঠা অনুভব করে। সকল জননীত্ব এসে তার বুকে ভার করেছে। কলার কাঁদির মত ভার হয়ে ঝুলে আছে তার স্তন দুটি। তার ভীষণ ভার। পায়ে শিশুর হাতের আঁচড়ানি, কাতরতা। বুক টন টন করে ওঠে। স্তন উসখুস করে। স্তন দুটি দুধে ভরে গেছে। টন টন করে ওঠে। শিশুটি পায়ের তলায়। বাড়ির পেছনে বড়বুবুর গলা পাওয়া যায়। গহরের পিঠ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নেয়। পায়ের তলায় শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। কোলে বসিয়ে শিশুকে স্তন দেয়। বুক টন টন করছে। একেবারে পেনিয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে যন্ত্রণা সরায়।

বড়বুবু তার কোনো আধলা ছেলেকে বকছে। বকতে বকতে সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। আলেয়াকে দেখে থমকে যায়। ঘরের এখান থেকে ওখানে যায়।

আলেয়া জুড়িসুড়ি মেরে যায়। সঙ্কুচিত ভাব। জড়তা নিয়ে ঐভাবে বসে থাকে। দিনের বেলাতেও পাতলা অন্ধকার রয়েছে সে ঘরে। স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঠাণ্ডা ভাব। চোখ

বুজে আসে। ঘুম ধরে যেন।

মরা রোদের ওপর ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। গাছে পালায় কুয়াশার স্তর। কাঁপুনি, ঠাণ্ডা। মাথার সিঁথেনের কাছে সমুদ্র গর্জন করে। দিগদিগন্ত কেমন আলগা ছোঁড়াখোঁড়া হয়ে উঠেছে। গহরের আগান বাগান ঘর ভিটেটুকু দৃশ্যের অখণ্ডতায় পেতে আছে। খেজুর গাছ থেকে রস ঝরে যায়। টুপ টুপ করে ঝরে। রসের গন্ধ ঠাণ্ডা হাওয়ায় থই থই করে। টিনে রস ফোটানো হচ্ছে। বড়বুবু আর গহর আলি দুজনে একসঙ্গে রস ফোটায়। তাদের আধলা দুই ছেলে পাতাপুতির জ্বাল দেয়। আলেয়া ভাত চড়ায়। গনগনে আগুন তার চারপাশে। শিশুরা উঠোনে। তাদের নিয়ে থাকে মাসুরা। এখন মনে হয় গহরের আগান বাগান ঘর ভিটের বাইরে কোনে দৃশ্য নেই আর। যেন সব সমুদ্র, কোন মাটি-পাথর নেই আর। নাদিরা এখনো রান্না চড়ায় নি। আলেয়ার বড় ব্যাটার বউ। আলেয়ার থেকেও বড়। গলায় একটা চাদর বেঁধে তাদের উঠোন থেকে সাজু নেমে এল। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মা বাবা কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই সাজুর। মা-বাপের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। গহর আলি আর লালমনবুবু বউ-ব্যাটাকে মারতে মারতে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরের ঘরে দু-দশদিন সাজু নাদিরাকে নিয়ে থেকেছিল, তারপর সালিশি বসে। গহর আলি সাজুকে এক টুকরো জায়গা দেয়। তাতে ঘর তোলে সাজু। বাপ-মায়ের সঙ্গে সাজুর কোনো 'ল্যাপসা' নেই। নাদিরা আর সাজু তাদের ছোটমাকে শত্রু মনে করে না।

আলেয়া দেখল সাজু একগাছা বিড়ির আগায় পাছায় ফুঁ দিয়ে এদিন ওদিক তাকিয়ে নিয়ে চুলোর দিকে এগিয়ে আসছে। আগুনের দিকে মুখ ডুবিয়ে টুপ করে বিড়িটা ধরিয়ে নেয়। উবু হয়ে বিড়িতে আগুন জাগিয়ে তুলতে তুলতে সাজু বলল, 'ছোটমা, বাপ একখান গাছ দিলা নাই বলে মোর মেয়া ছেলারা গুড় খাবে নাই, ই ত নাই। হাট থিকা কিনা খাই। — বাপ কেন বালিয়াড়া হাটঘরে কাসেমরে কয়েচে, সাজুর মেয়াডারে গায়ের কাপড় খুইলা চাবকাইবে। কে তোদের জ্বালুন কুটো লিইছে? মোর মেয়াকে উ শিক্ষা দিই নাই। — মাকে বলিস, তুরা মরে পড়্যে থাইকলে দেখতে যাব নাই।'

আলেয়ার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। 'বাপ মা হয় নাই তুমার? ও কথা কও তুমি?'

'আমারে যেমন বাসবা তেনাদের তেমন বাসবা— ই ত রাস্তায় পড়ে রইছে।'

গুণ্ডার বাপ, বাপ মায়ের বদলা লিওনি। কথা কইতে পারলে কথা কওয়া হয়ে যায়।' এই কথার চাপে আলেয়া কেমন পরিণত বয়স্কা হয়ে ওঠে। প্রবীণ, বয়স্ক। সাজুর সে যে মা এটা প্রকাশ পায়।

সাজু এই কথার ধাক্কায় একটু জড়সড় হয়ে উঠল। গুটিয়ে যায়।

আলেয়ার চোয়াল শক্ত। শরীর এক প্রবীণতায় তাকে এক ঋজু ভাব দিয়েছে। দিয়েছে কঠিনতা। চুলোর আগুন বাড়ায়। দাউ দাউ কর তপ্ত হয়ে ওঠে। ভিজে ভাবটা চলে যায়

কপাল থেকে।

সাজু চলে যায়।

নাদিরা লক্ষ করছিল। সেও এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তার কাছে চলে যাবে। 'ছোটমা, গুণ্ডার বাপ দুঃখ জানাইছিল? অর বড়া রাগ। মানুষডারে নিয়া পারি না।।'

'সইয্য করো কেনে।' আলেয়ার চোয়াল আবার শক্ত হয়ে ওঠে।

'সইয্য ত করচি ছোট মা।'

' দেখবি তুদের সুনার সুমসার হবে।'

নাদিরা ফিরে যায়। বড়বুবু গুড়শাল থেকে ফিরছে।

বাকুলের মাঝখানে উদোম চুলোয় রান্না করছে আলেয়া। এখন কেমন ম্লান হয়ে আসছে বাইরের আলো। বাইরে শীত এসে জড়াচ্ছে। আগুনের কাছে কোনো শীত নেই। আলেয়ার কোনো শীত নেই। তাপে তাপে চনমনে হয়ে উঠেছিল। আগুনের শিখা জবাফুলের মত ছড়িয়ে পড়ছিল। পাতার জ্বালের অগ্নিকণা উড়ে যায়। হাঁটু দুটো তপ্ত হয়ে উঠেছে। অগ্নিপ্রভায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মুখ। আলেয়ার খালাতো ভাই। গাজির সঙ্গে আর আলেয়ার বিয়ে হল না। গহর তাকে অধিকৃত করে ফেলেছে। এখানেই অলেয়ার বেশি নিশ্চিন্ততা। তবে গাজি এলে তার ভাল লাগে। তবু ত জানাশোনা ছিল। ভাবসাব। গাজিকে দেখতে পেলে ভালই লাগে আলেয়ার। একটা রেডিও এনেছে। ঝম ঝম করে বাজাচ্ছে। কিন্তু গাজির প্রতি আবেগ আকাঙ্ক্ষা তার ফুরিয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে যা, তা হল চোখের দেখা। চোখের দেখার আবেগেই আলেয়া নরম হয়ে উঠেছে বারবার। ভিজে হয়ে উঠেছে। গাজি কথা বলতে এলে বলবে না। তাকে এ ঘরে আসতেও বলবে না। সে ত গাজির কাছে আর কিছু চায় না।

সন্ধ্যা নেমে গেছে।

সাজুর দালানে গাজি এসেছে। রেডিও বাজাচ্ছে। খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে পা মেলে বসে আছে। পাশে নাদিরা রান্না করছে। আর একটা খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে সাজু। নাদিরা রান্না করছে। এখান থেকে দেখতে পায় আলেয়া। গাজি এদিকে তাকিয়ে আছে। আলেয়াকে দেখছে বুঝি। মাঝে মাঝে মুখ তোলে, গাজিকে দেখে আলেয়া। ভেতরটা কেঁপে ওঠে মাঝে মাঝে। ভেতরে দোলা খায়।

মাসুরা পাশে এসে বসেছে। পাশ ফিরে মাসুরাকে দেখে আলেয়া। মুখ গুঁজে কাজ করে। আর গাজির দিকে তাকানো যাবে না। মাসুরা হাঁটুর ওপর হাত দুটো চেপে বসে আছে। মাসুরাকে লক্ষ করে আলেয়া। মাসুরা তাকিয়ে আছে সাজুদের উঠোনের দিকে।

বড়বুবু হাঁস মুরগি তুলছে। গহর আলি গরু তুলে দিয়ে, খড় কুঁচোতে বসেছে লম্ফের আলোর ডেলা নিয়ে গোয়ালের সামনে।

ভাত হয়ে গেছে। তরকারি হয়ে গেলে বড়বুবু বাচ্চাদের খাওয়াতে বসাবে। একই সঙ্গে আলেয়ার দুটি শিশুও খেয়ে নেবে। শিশুর ভিড়ে হারিয়ে থাকে এই দুটি শিশু। মাঝে মাঝে চিনতে ভুল হয় আলেয়ার।

আলেয়া পাশ ফিরে দেখল মাসুরা মুখটা বাড়িয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে সাজুদের উঠোনের দিকে। মাসুরার মুখে কেমন আলোকিত প্রসন্নভাব। আনন্দ ভরে আছে। আলেয়া চমকায়। গাজি এদিকে তাকিয়ে অছে হাসিমুখে। ছটফট করে ওঠে আলেয়া। মাসুরাকে দেখে। মাসুরা হাসছে। গাজি হাত তুলছে, মাসুরাও হাত তুলছে— জড়সড় হয়ে যাচ্ছে। এটা কীরকম! গাজি, মাসুরাকে নাচিয়ে তুলেছে। মাসুরাকে বশ করেছে? কখন গাজি মাসুরাকে তার আকর্ষণে টানল? সহসা টালমাটাল হয়ে উঠল আলেয়া। মাথার ভেতর চিন চিন করে। ভেতরটা কেঁপে ওঠে, দুলে ওঠে। গাজি মাসুরাকে বশ করেছে। গাজির গভীর সম্মোহনে মাসুরা দুলে উঠছে। গাজি আর মাসুরার প্রতি রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। শরীরের ভেতর এক ইড়িশবিড়িশ। গাজি কেন মাসুরার দিকে নজর দিল? আগুনের তাপে আরো রাঙা হয়ে উঠছে আলেয়া। চোখের পাতায় ভিজে ভারি ভাবটা সরে যাচ্ছে। দীর্ঘ গরম নিঃশ্বাসপতন হয় তার। গাজির ওপর খেপে ওঠে। সেদিকেই তাকিয়ে আছে মাসুরা। আলেয়া সাপের মত ফুঁসছে। আলেয়া মুখ গুঁজে ধরে ছিল। পাশ ফিরে দেখে মাসুরা পাশে নেই। মাসুরা খাটের দিকে চলে গেছে।

আলেয়ার রান্না শেষ। হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি চাপায়। আগুন নেভায়। কিন্তু চালার ভেতর আগুন ধিক ধিক করছে। মাসুরা এখনো ফিরছে না। খাবার ঘরে ছেলেপুলেদের খাওয়াচ্ছে বড়বুবু। দরজার মুখে আলেয়া বসে আছে। সাজুর ঘরে রেডিও বাজছে। দূরে দূরে পাড়ায় ঘরে ঘরে চাষবাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। গাজি কেন এল? আর এল যদি ত মাসুরাকে ফাঁদে ফেলল কেন? আলেয়া ছটফট করে। গাজির এটা অন্যায়। আলেয়া সম্পর্কে মা হয়। মাসুরাকে গাজির কবল থেকে রক্ষা করতে হবে। মাসুরা নেচে উঠেছে গাজির প্রতি। মাসুরার কম বয়স। ঘুরে ঘুরে রেডিও বাজাচ্ছে। হাতে ঘড়ি। গায়ে জামা, পরনে প্যান্ট। 'সিনেমা আর্টিস্ট'দের মত চুল ছাঁটা। গাজি কেন মাসুরাকে ধরল? তার ত মেয়ে। গাজির অন্যায়। গাজি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। বিয়ে করতে পারে নি। কলকাতা থেকে ফিরলে এখানে এই বাকুলে ঘোরাফেরা করত। একে অপরের চোখের দেখা হত। প্রেম ভুলে যায় কেমন করে গাজি? এরই মধ্যে মাসুরা ডাগর হয়েছে ত গাজি তার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

বসে বসে দাহ অনুভব করে আলেয়া। একটি মুহূর্তে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে গাজি। গাজি মাসুরার সঙ্গে কেন প্রেম করবে? এটা ঘটতে দেয়া যেতে পারে না। অন্য কেউ নয়, সে ত গাজি। গাজি তার পূর্ব-প্রেমিক। এখনো কি দেখার টান ছিল না উভয়ের

মধ্যে? যেটুকু অবশেষ ছিল, সেটুকুকেই গোপনে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেখানে ঢুকে পড়েছে মাসুরা। মাসুরাকে ভুলিয়ে ফেলেছে গাজি। এক অসহায়তা বিপন্নতা এসে আলেয়াকে আলোড়িত করে। গাজি অন্যায় করছে। তার প্রতি অন্যায় করছে। তারই ঘরের মেয়ে মাসুরা। মেয়ে সম্পর্ক।

দ্বীপটা শীতের প্রকোপে জুড়িসুড়ি মেরে আছে। চারদিকে কুয়াশা। সমুদ্রের গর্জন। চুইয়ে পড়া চাঁদের আলো। কাকজ্যোৎস্নার মত চাঁদের আলো। চারদিকে মরাইয়ের গন্ধ। মাঠে মাঠে, নাড়ায় হিম। হিম নাড়ায় এক বিষণ্ণতা। কুয়াশার স্তর সেখানে নুয়ে পড়ে। খসে পড়ে হিম। শীতের ভারি হাওয়া নেমে আসছে। অদ্ভুত এক নিঃশব্দতা।

গহর আলি দাওয়া বসে বিড়ি খাচ্ছে। গায় চাদর জাড়ানো। মুখে বিড়ির আলো দপ দপ করে। আলেয়ার বয়স্ক স্বামী। অবয়বে কেমন জেগে উঠেছে গহর আলি। খাবার ঘরের ভেতর থেকে হ্যারিকেনের আলো সরু হয়ে পড়েছে দাওয়ায়। গহর আলির গায়ে পড়েছে। একটু আগে মুড়ি খেয়েছে, চা খেয়েছে গহর আলি।

খোকাকে ঘুম পাড়াতে দোলায় বসে আলেয়া। মাসুরা এখানে কোথাও নেই। কোথায় গেল? সাজুদের উঠোনে রেডিও বাজে। ছোট খোকাকে কোলে নিয়ে দোলায় বসতেই ছোটখোকা ঘুমে কাদা। ঘরে এসে তাকে শুইয়ে দেয়। বাইরে বেরিয়ে আসে। জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক। ছটফট করে আলেয়া। এই অস্থিরতা তার আরো বাড়তে থাকে। উঠোনে চলাফেরা করে। ছটফট। ছটফট। কোথাও কুকুর কাঁদে। শেয়াল ডাকে। সমুদ্রের গর্জন বয়ে আসছে। ঢেউ, শুধু ঢেউ আছড়ায়।

গহর আলি বসে আছে গভীর শরীর নিয়ে। বিড়ির আগুন ধক ধক করে। পেঁচা ওড়ে ভারি ডানায়। বাদুড় উড়ে যায়। পেয়ারা গাছে বাদুড় ঝটপট করে। বেড়ালটা গোয়ালের চালায় উঠে গিয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা করে। ঝিঁঝির ডাক। রাতপোকার শব্দ। রাতপাখির ডাক। নরম হালকা জ্যোৎস্না শুয়ে আছে মাঠ জুড়ে। কিছু ধান শুয়ে আছে মাঠে। ইঁদুর তার ওপরে চরে বেড়ায়। সড় সড় শব্দ করে।

উঠোন থেকে নামে আলেয়া।

উঠোনের বাড় থেকে শব্দ করে গহর— ‘ কোথা যাও নাকি?’

‘ঘাটে যাই।’ গহরের কথার উত্তর দেয় আলেয়া।

ঘাটে এসে কাঁদতে বসে আলেয়া। সমুদ্রের জলের মত, চোখের জল তার ঠোঁটে পড়ে, লবণাক্ত স্বাদ পায়। সমুদ্রের নোনতা স্বাদ শুধু নয় সমুদ্রের মত বিশাল আকাঙ্ক্ষা বোধ করে আলেয়া। ধীরে ধীরে কেঁপে উঠেছে তার শরীর। ঠোঁট নড়ে। বুকে ভার লাগে। থেকে থেকে ধাকাচ্ছে বুক। নরম জ্যোৎস্না। চারদিক হিমেল হাওয়া। জোনাকি, কুয়াশা— দূরে সমুদ্রের নিলয়। সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে।